[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে শাশুড়ি হত্যা মামলায় জামাইয়ের আমৃত্যু কারাদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় প্রাক্তন শাশুড়ির গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় হাউস আলী নামে এক ব্যক্তিকে আমৃত্যু পর্যন্ত যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলি মাসুদ শেখ এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত হাউস আলী মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, পারিবারিকভাবে আম্বিয়া খাতুনের সঙ্গে হাউস আলীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর ওপর নির্যাতন এবং ভরণপোষণ না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। একপর্যায়ে এসব কারণে আম্বিয়া খাতুন স্বামীকে তালাক দেন।

স্ত্রীর দেওয়া ওই তালাকে ক্ষুব্ধ হয়ে ২০১৬ সালের ৭ মে রাতে হাউস আলী গাংনী উপজেলার শহড়াবাড়িয়া গ্রামে সাবেক শ্বশুরবাড়িতে যান। সেখানে স্ত্রীকে খুঁজে না পেয়ে তার মা ফুলসুরাতনের (৬৬) গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। ওই সময় আম্বিয়া খাতুন নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে গাংনীতে অবস্থান করছিলেন।

ফুলসুরাতনের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে তাকে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

এ ঘটনায় নিহতের মেয়ে আম্বিয়া খাতুন বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৪(১) ধারায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে।

মামলায় ১৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও উপস্থাপিত প্রমাণ পর্যালোচনা

শেষে আদালত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় হাউস আলীকে আমৃত্যু পর্যন্ত যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং জরিমানার অর্থ অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

আলমডাঙ্গায় ধানকাটাকে কেন্দ্র করে জামাই-শশুর সংঘর্ষ

আলমডাঙ্গায় ধান কাটাকে কেন্দ্র করে শ্বশুর–জামাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় তিন প্রতিবেশী। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের কয়েকজন আহত হলেও ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে নিরীহ প্রতিবেশীদের আসামি করে মামলা করায় এলাকায় ক্ষোভ ও সমালোচনা দেখা দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার জাহাপুর গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নাগদাহ ইউনিয়নের ভেদামারি গ্রামের হবি মোল্লার ছেলে তালেবের সঙ্গে জাহাপুর গ্রামের হারেজ আলীর মেয়ে কাকলীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই তাদের দাম্পত্য জীবনে কলহ চলতে থাকে। একাধিকবার তালাক–পুনর্বিবাহ হলেও শেষ পর্যন্ত তালেব এক মাস আগে কাকলীকে ডিভোর্স দেন। এ ঘটনার পর থেকেই শ্বশুর হারেজ আলী ও জামাই তালেবের মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়।

চলতি আমন মৌসুমে হারেজ দেড় বিঘা জমিতে ধান চাষের সুযোগ দেন জামাই তালেবকে। গত মঙ্গলবার দুপুরে তালেব ওই জমির ধান কাটতে গেলে স্ত্রী কাকলী ও তার বোন শ্যামলী বাঁধা দেন। পরে রাত সাড়ে ৭টার দিকে হারেজ ধান কাটা মেশিন নিয়ে জমিতে গেলে খবর পেয়ে তালেব লোকজন নিয়ে সেখানে পৌঁছান। এসময় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে উভয়পক্ষের কয়েকজন আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

অন্যদিকে, জমি নিয়ে হারেজ আলীর সঙ্গে প্রতিবেশী আব্দুল হান্নান, দেলোয়ার ও মোশারেফসহ কয়েকজনের দীর্ঘদিনের বিরোধ রয়েছে। ১৯৯৫

সালে এক একর ৫৭ শতক জমি নিয়ে মামলা হলেও ২০০১ সালে আদালত তা নিষ্পত্তি করে। এরপর ২০১৫ সালে হারেজ পুনরায় একই জমি নিয়ে মামলা করেন।

এ বিষয়ে স্থানীয়রা জানান, গত মঙ্গলবারের শ্বশুর–জামাই সংঘর্ষ ছিল সম্পূর্ণ পারিবারিক বিষয়। অথচ সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জমি বিরোধের সুযোগে প্রতিবেশী হান্নান, দেলোয়ার ও মোশারেফকে মামলায় আসামি করা হয়েছে। এতে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, হারেজ আলী ও তার পরিবার দুধর্ষ স্বভাবের। তারা অতীতেও বিভিন্ন সময়ে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে হয়রানি করেছেন। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে সমালোচনা চলছে।

গাংনীতে জামাইয়ের রডের আঘাতে ভাঙল শশুরের হাত

স্ত্রীকে না পেয়ে রড দিয়ে পিটিয়ে শশুরের হাত ভাঙলেন জামায়। আহত শশুর মোহন আলী (৪৫) গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আজ বুধবার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মোহন আলী বলেন, আমার মেয়ে শাপলা খাতুনের সাথে সহড়াতলা গরীবপুর গ্রামের এনামুল হকের ছেলে রাজন প্রেমের সম্পর্ক ধরে ৪ বছর পূর্বে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। বিয়ের পর থেকে তার উপর অকথ্য নির্যাতন করে আসছে রাজন। বর্তমানে তার একটি ছেলে হয়েছে। নির্যাতন সইতে না পেরে মেয়ে আমার বাড়িতে চলে এসেছে।

আজ বুধবার সকালের দিকে রাজন আমার বাড়িতে এসে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। এসময় তাকে নিষেধ করলে রড দিয়ে আমার উপর হামলা করে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক

আদিলা আজহার বলেন, আহতের বাম হাত ভেঙ্গে যায়। হাসাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।